সংবাদ

তারিখ 5|3|84
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

013

সংবাদ

ঢাকা : রোববার, ২০শে ফাল্গুন, ১৩৯০

কালোবাজারে বিনামূল্যের বই

নতুন শিক্ষা বছরের দু'মাস কেটে যাওয়া সত্ত্বেও মফস্বলের বহু এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বিনামূল্যের বই এখনো পৌছেনি। অথচ সে বই অনেক জায়গায় বিক্রি হচ্ছে কালোবাজারে। 'সংবাদ'—এ সে দিন প্রকাশিত হয়েছে এমন এক খবর। গাইবান্ধা থেকে পাঠানো সে খবরে উল্লিখিত হয়েছে যে, ৭টি উপজেলায় প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে দেয়া বিনামূল্যের পাঠ্যবই পৌছেনি। শিক্ষা কর্মকর্তারা নাকি জানিয়েছেন, সেগুলো এখনও জেলা শিক্ষা দফতরেই পড়ে আছে। কাণ্ডের অভাবে পরিবহণের ব্যবস্থা হচ্ছে না। এসব বই আবার সে এলাকাতে দেখা যাচ্ছে কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি হতো। টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জের মফস্বল এলাকাতেও এখন পর্যন্ত বিনামূল্যের বই পৌছেনি বলে পত্রিকান্তরে সেদিন খবর বেরিয়েছে।

শিক্ষাবছরের দু'মাস চলে যাওয়ার পরও যেসব ছাত্র-ছাত্রী এখনো হাতে বই পায়নি তাদের পড়াশুনার হালটি যে কি দাঁড়িয়েছে তা আর ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। দু'টি মাসই হয়েছে বরবাদ। পরেরগুলোর অবস্থা কি হবে সেটাই এখন ভাবার বিষয়। জেলা দফতরে এসে বই পড়ে আছে। উপজেলাগুলোতে এখনো পৌছেনি, গ্রামের স্কুলগুলোতে তা গিয়ে পৌছুবে তবে কবে? পরিবহণের ব্যবস্থা করা যায়নি; কিন্তু কালোবাজারে তা তো দিব্যি পৌছে গেছে। সে বই কোত্থেকে এলো? পাওয়ার সূত্র তো একটিই রয়েছে। স্কুলে বিনামূল্যে না পেয়ে অভিভাবকরা এখন তা চড়া দাম দিয়ে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা কত দিন বন্ধ রাখা যায়। বিনামূল্যের বই স্কুলগুলোতে সময়মত পৌছলে কালোবাজারির এমন সুযোগ সৃষ্টি হতো না। সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মচারীর হাত যে এতে রয়েছে তা সহজে বোঝা যায়। এদিকে খোঁজটা ভাল করে নেয়া দরকার।

এ ধারা চলতে থাকলে বিনামূল্যে বই বিতরণের উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষার ব্যয় লাঘব করে ব্যাপকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে প্রাথমিক স্কুলগুলোর নীচের শ্রেণীগুলোতে বিনামূল্যে বই বিতরণের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। কিন্তু সময়মতই সে বই যদি না পৌছে তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের লাভ তো কিছু হবেই না, মাঝখানে সুযোগ হবে কিছু অসাধু কর্মচারী আর কালোবাজারীর দু'পয়সা লাভ করে নেয়ার। বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হলে সেটা অত সহজ হয় না। বিনামূল্যে বইয়ের ব্যাপারে গাফলা আগে থেকেই দেখা গেছে। অনেক বই ছাপা হতেই দেরী হয়েছে। গাফলা দেখা দিয়েছে বিতরণ ব্যবস্থায়। যেগুলো ছাপা হয়েছে সেগুলোই বিতরণ করা হবে, না সবগুলোর জন্যে অপেক্ষা করা হবে সে ব্যাপারে ছিল দ্বিধা। এরপরে পরিবহণের পর্যায়ে এসে দেখা দিয়েছে আরেক সমস্যা। এ বিষয়গুলো আগে থেকে ভেবে নেয়া হয় না কেন? বই ছাপাই তো আর যথেষ্ট নয়। স্কুল পর্যন্ত সেগুলো পৌছতে হবে। সময় মত তা পৌছানো না গেলে গোটা কর্মসূচীই মূল্যহীন হয়ে পড়বে। বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা এ কর্মসূচীর অনুষঙ্গ হয়েই থাকছে। অথচ জেলা দফতর পর্যন্ত বই পৌছানোর পরও সেগুলো উপজেলা দফতর হয়ে স্কুল পর্যন্ত পৌছতে পারলো না দু'মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও। কেন? ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর জন্যে, বিশেষ করে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেয়ার প্রয়োজন। বইয়ের কালোবাজারি ঠেকাতে হলে বিতরণের ব্যবস্থা সুষ্ঠু করতে হবে আগে। এই সাথে খোঁজ রাখতে হবে ভেতরের দোসরদের।